১১-০৩-২০১৪

সাংসদ ও রাজ্যসভায় বিরোধী দলের উপনেতা শ্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের প্রেসবিবৃতি

তাঁর সরকারের তৈরি করা সমস্যা নিয়ে রাহুল গান্ধীর কাছে কোনও সদুত্তর নেই তাই মিথ্যার অবতারণা।

ক্রমবর্ধমান বেকারি, ৪.৭ শতাংশের নিচে দেশের বৃদ্ধির হার নেমে আসা, মূল্যবৃদ্ধি, পরের পর দুর্নীতি, জনগণের টাকা লুঠ, নিরাপত্তার অভাববোধ, ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাধি যার ভিতর দিয়ে বর্তমানে ভারত এগোচ্ছে ২০১৪ র লড়াইএ এগুলিই হবে মূল ইস্যু।দেশের মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছেন।এই সমস্ত প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই রাহুল গান্ধীর কাছে। তাই খুব সংগত কারণেই এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সঠিক প্রশ্নটি রেখেছেন তিনি। মানুষের মনকে অন্যদিকে পরিচালিত করতে মিথ্যা ও অদ্ভুত একটা অভিযোগ এনেছেন আরএসএসের বিরুদ্ধে। মহাত্মা গান্ধীকে হত্যায় আরএসএসকে দায়ী করেছেন তিনি। জাস্টিস কাপুর কমিশন সহ একাধিক কমিশন বহুবছর আগেই এই তথ্য সামনে এনেছে যে এই অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন।হয় রাহুল গান্দীর কাছে ইতিহাস অজানা, নয় তাঁর বক্তব্য লিখে দেওয়ার লোকেরা সঠিক হোমওয়ার্ক করেনি।

মহাত্মা গান্ধীর নাতি শ্রী রাজমোহন গান্ধী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী লিখেছিলেন। " প্যাটেল- এ লাইফ " শীর্ষক এই বইয়ের ৪৭২ পাতায় ১৯৪৮ এর ২৭ শে ফেব্রুয়ারি জওহর লাল নেহেরু কে লেখা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চিঠির একটা অংশ তুলে ধরা হল।

" প্যাটেলের পক্ষ থেকে নেহেরুকে ২৭-০২-১৯৪৮ : বাপুর হত্যাকাণ্ডে তদন্তের গতিপ্রকৃতি সমপর্কে আমি প্রতিদিন খোঁজখবর রাখছি। প্রতিদিন সন্ধ্যের একটা দীর্ঘ অংশ আমি দিল্লি পুলিসের আইজি ও গোয়েন্দাপ্রধান সন্জীবীর সঙ্গে তদন্তের অগগ্রগতি নিয়ে কথা বলি এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিই।

প্রত্যেক অভিযুক্তই দীর্ঘ ও বিস্তৃত বিবৃতি দিয়েছে।এই বিবৃতি গুলি থেকে এটা পরিস্কার যে ঘটনার সঙ্গে আরএসএস কোনওভাবেই জড়িত নয়। হিনদু মহাসভার উন্মত্ত শাখাই এই ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পন রূপায়নের সঙ্গে জড়িত।

তাই পুলিসের বয়ানের ভিত্তিতেই সর্দার প্যাটেল এটা নিশ্চিত করেছিলেন যে আরএসএস

কোনওভাবেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলনা। নির্বাচনে ভরাডুবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে কংগ্রেস। জনসমর্থনও তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই পরিস্থিতিতে মিথ্যা ও অভিসন্ধিমূলক প্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস , মানুষ যা প্রত্যাখান করবে ।

কেন নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধীর দীর্ঘ শাসনকালে সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদকে ভারতরত্ন দেওয়া হলনা ?

রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্ব অনেক মিথ্যা ইতিহাস উপস্থাপনার পর প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে তাদের কাছে একটা প্রশ্ন তোলার সময় এসেছে। সর্দার প্যটেল ও মৌলানা আজাদ দুজনেই তাদের দেশসেবার জন্য ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন। ১৯৫০ সালে মৃত্যু হয় সর্দার বল্লভ প্যাটেলের।১৯৫৯ এ মারা যান মৌলানা আজাদ। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৭ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু।১৬ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীও পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী। এই ৩৮ বছরে নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধী সহ বহু জাতীয় স্তরের নেতা ভারত সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধীর দীর্ঘ শাসনকালে কেন সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদকে ভারতরত্নের জন্য বিবেচিত করা হয়নি দেশবাসী তা জানতে চান। ১৯৯১ সলে নরসিমা রাওয়ের সরকার সর্দার প্যটেলকে ভারতরত্ন দেয়। মৌলানা আজাদকে দেওয়া হয় ১৯৯২ সালে। শ্রী রাও ছিলেন পরিবারতন্ত্রের বাইরের একজন প্রধানমন্ত্রী। রাহুল গান্ধীর কাছে বিজেপি জানতে চায় কেন সর্দার প্যটেল ও মৌলানা আজাদের সঙ্গে বৈমাত্রেয় আচরণ করা হয়েছিল ? এর একমাত্র কারণ এখনও কংগ্রেসের কাছে একটামাত্র পরিবারের সম্মান ও প্রতিপত্তিই শেষকথা।